Te Aka Matua o te Ture
Law Commission

Hara ngākau kino (অসৎ মতলবে সংঘটিত অপরাধ) বিদ্বেষমূলক অপরাধ

পরামর্শমূলক নথির সারসংক্ষেপ

এই নথি সম্পর্কে

এটি Te Aka Matua o te Ture (সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি) এর পরামর্শমূলক একটি নথি| বিদ্বেষমূলক অপরাধ সংক্রান্ত আইন বিষয়ে আইন কমিশনের পর্যালোচনা। বিদ্বেষমূলক অপরাধ সংক্রান্ত আইন বিষয়ে এটি তথ্য দেয় এবং সেইসকল বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে যেগুলি আমাদের পর্যালোচনাতে আমরা বিবেচনা করব।

একটি সাবমিশন

আমরা আপনার মতামত জানতে চাই। বিদ্বেষমূলক অপরাধ সংক্রান্ত আইনের বিষয়ে সরকারের কাছে সুপারিশ করার ক্ষেত্রে আপনার মতামত আমাদের সাহায্য করবে। আমাদেরকে একটি সাবমিশন পাঠিয়ে আপনি আমাদের জানাতে পারেন যে আপনি কী ভাবছেন। এই সারসংক্ষেপে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর আপনার দেয়ার প্রয়োজন নেই। 13 মার্চ 2025, বিকেল 5 টায় সাবমিশন নেয়া বন্ধ হবে।

আপনি সাবমিশন দিতে পারেন এভাবে:

- একটি সাবমিশন ফরম আমাদের ওয়েবসাইটে জমা দেয়ার মাধ্যমে: https://www.lawcom.govt.nz/our-work/hate-crime;
- এখানে আমাদের ইমেল পাঠানোর মাধ্যমে hate.crime@lawcom.govt.nz; অথবা
- Hate crime, Law Commission, PO Box 2590, Wellington 6140 ঠিকানায় আমাদের কাছে চিঠি পাঠানোর মাধ্যমে।

যদি এই বিকল্পগুলির সুবিধা আপনার না থাকে অথবা যদি সাবমিশনের জন্য আপনার সাহায্যের প্রয়োজন হয়, অনুগ্রহ করে নিচের যেকোনও একটি উপায়ে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন:

- আমাদের ইমেল পাঠান এখানে hate.crime@lawcom.govt.nz;
- আমাদের ফোন করুন 0800 832 526 নম্বরে; অথবা
- যদি আপনি বধির হন, শোনার সমস্যায় ভোগেন, বধির এবং দৃষ্টিশক্তিরহিত হন, বাক্শক্তিরহিত হন অথবা যদি কথা বলার সমস্যায় ভোগেন, তাহলে NEW

ZEALAND RELAY SERVICE (নিউজিল্যান্ড রিলে সেবা) ব্যবহার করার মাধ্যমে। রিলে সেবা সংক্রান্ত ওয়েবসাইটটি এখানে: https://www.nzrelay.co.nz/index.

সাবমিশনের বিষয়টি কিছু মানুষের জন্য আবেগগত অথবা পীড়াদায়ক হতে পারে। যদি আপনি সাবমিশন করতে চান, তাহলে সহায়তাকারী হিসেবে একজনকে রাখার ব্যবস্থা আপনি করতে চাইতে পারেন যিনি সাহায্য করতে তৈরি থাকবেন। যদি আপনি বিপর্যস্ত বা পীড়িত থাকেন, তাহলে আপনি 1737 নম্বরে ফোন বা টেক্সট করতে পারেন। এটি একটি বিনামূল্যের হেল্পলাইন সেবা যেটি দিনে 24 ঘন্টা উপলভ্য। একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পরামর্শদাতার সাথে আপনি ফোনে বা টেক্সটে কথা বলতে পারবেন। এই সেবাটি দিয়ে থাকে Whakarongorau Aotearoa (হয়াকারঙ্গরাউ আওতিয়ারোয়া) | নিউজিল্যান্ড টেলিহেলথ সার্ভিসেজ।

আপনার সাবমিশনটি কি হবে?

যদি আপনি আমাদের একটি সাবমিশন পাঠান, আমরা:

- আমাদের পর্যালোচনাতে সাবমিশনটিকে বিবেচনা করব; এবং
- আমাদের সরকারি রেকর্ডের অংশ হিসেবে সাবমিশনটিকে রেখে দেব।

এছাড়াও আমরা:

- আমাদের প্রকাশনাতে আপনার সাবমিশনের কথা উল্লেখ করতে পারি;
- আমাদের ওয়েবসাইটে আপনার সাবমিশনটিকে ছাপতে পারি; এবং
- অন্যান্য পর্যালোচনাতে আমাদের কাজে তথ্য দেয়ার জন্য আপনার সাবমিশনটিকে ব্যবহার করতে পারি।

আরো তথ্যের জন্য আমাদের ওয়েবসাইটটি দেখুন এখানে: https://www.lawcom.govt.nz/have-your-say/making-a-submission/.

আমাদের ওয়েবসাইটে অথবা আমাদের প্রকাশনায় সাবমিশনের প্রকাশনা।

আপনি আমাদের অনুরোধ জানাতে পারেন যাতে আমরা আপনার নাম অথবা অন্যান্য কোনও ধরনের শনাক্তকরণ-উপযোগী তথ্য আপনার সাবমিশনে না প্রকাশ করি। আপনি এই অনুরোধও করতে পারেন যে আমরা যাতে আপনার সাবমিশনের অন্যান্য অংশ (যেমন, আপনার সম্পর্কে সংবেদনশীল এবং ব্যক্তিগত তথ্যাবলী) না প্রকাশ করি।

আপনি যদি এই অনুরোধ করেন, আমরা আপনার সাবমিশনের সেইসকল খুঁটিনাটি অথবা অংশবিশেষ আমাদের ওয়েবসাইটে বা আমাদের প্রকাশনাতে প্রকাশ করব না। এই ধরনের কোনও অনুরোধ যদি আপনি *না করেন*, তাহলে আমরা আপনার সম্পূর্ণ সাবমিশন অথবা তার কোনও অংশ প্রকাশ করতে পারি।

সরকারি তথ্যের জন্য অনুরোধ

আইন কমিশনের কাছে থাকা তথ্য 1982 সালের সরকারি তথ্য আইন (অফিশিয়াল ইনফরমেশন অ্যাক্ট)-এর অধীন। যদি আমরা এমন কোনও তথ্য দেয়ার জন্য অনুরোধ পাই যাতে আপনার সাবমিশনটি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, সেটিকে প্রকাশ করার বিষয়টি আমাদের অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে। আপনার সাবমিশনটিকে প্রকাশ করা আমাদের জন্য বাধ্যতামূলক কিনা তা মূল্যায়ন করার সময়, আমাদের ওয়েবসাইটে অথবা আমাদের প্রকাশনাতে তথ্য না ছাপার জন্য আপনার করা যেকোনও অনুরোধ এবং সেই অনুরোধের পিছনে আপনার দেয়া কারণগুলি আমরা বিবেচনা করব। আমরা আপনার সাথে এ বিষয়ে আলোচনা করারও চেষ্টা করব।

গোপনীয়তা আইন 2020

আইন কমিশনকে সরবরাহ করা তথ্য 2020 সালের গোপনীয়তা আইনের অধীনে পরিচালিত হবে। আপনার সাবমিশনে ব্যক্তিগত তথ্য থাকতে পারে। আপনার ব্যক্তিগত তথ্য দেখার এবং সংশোধন করার অধিকার আপনার আছে।

আমাদের পর্যালোচনা (অধ্যায় ১)

1. আইন কমিশন Aotearoa (আওতিয়ারোয়া) নিউজিল্যান্ডে বিদ্বেষমূলক অপরাধ বিষয়ক আইনটিকে পর্যালোচনা করছে। 'বিদ্বেষমূলক অপরাধ' বলতে সেই আচরণকে বোঝায় যা:

    - নিউজিল্যান্ড আইনের অধীনে ইতিমধ্যেই একটি ফৌজদারি অপরাধ হিসেবে গণ্য; এবং
    - এমন কোনও গোষ্ঠীর লোকজনের প্রতি ঘৃণা বা বৈরিতা পোষণের কারণে, যাদের মধ্যে একইরকম কোনও বৈশিষ্ট্য রয়েছে (যেমন, জাতি, বর্ণ, জাতীয়তা, ধর্ম, লিঙ্গ, লিঙ্গমূলক পরিচয়, যৌন অভিমুখীতা, বয়স, অথবা বিশেষ সক্ষমতা)।

2. বর্তমান আইনের অধীনে, একজন অপরাধীকে দণ্ড দেয়ার সময় তার বিদ্বেষমূলক ভাবনাটিকেও বিবেচনা করা হয়। ক্রাইস্টচার্চ মসজিদে (মুসলিমদের উপাসনাস্থল) 15 মার্চ 2019 তারিখে সংঘটিত সন্ত্রাসী হামলায় রয়্যাল কমিশন অফ এনকোয়্যারি নতুন বিদ্বেষমূলক ফৌজদারি অপরাধ আইন প্রবর্তনের সুপারিশ করেছে। এই পর্যালোচনাটি বিবেচনা করছে যে বর্তমান আইনে সমস্যা রয়েছে কিনা এবং, যদি তা থাকে, কীভাবে আইনকে আরও মজবুত করতে হবে। এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে নতুন বিদ্বেষমূলক ফৌজদারি অপরাধ আইন প্রণয়ন করা, যেমনটি রয়্যাল কমিশনের দ্বারা সুপারিশ করা হয়েছে। এই পর্যালোচনাতে বিদ্বেষমূলক উস্কানিকে বিবেচনা করা হচ্ছে না।

3. পরামর্শমূলক এই নথিটি এবং এই সারসংক্ষেপের উদ্দেশ্য হল জনগণের মতামত নেয়া। আমরা যে সাবমিশনগুলো পাব, তা আমাদের সংস্কারের জন্য প্রস্তাব তৈরি করতে সাহায্য করবে। পরে এই পর্যালোচনাতে আইনের যেকোনও প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কর্মযোগ্যতার বিষয়ে আমরা বিশেষজ্ঞদের সাথে কথা বলার পরিকল্পনা করব। 2026 সালের মাঝামাঝি আমরা ন্যায়মন্ত্রীর (মিনিস্টার অব জাস্টিস) কাছে প্রতিবেদন জমা দেয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।

বিদ্বেষমূলক অপরাধ এবং তার কুপ্রভাব(অধ্যায় ২)

4. বিদ্বেষমূলক অপরাধ ভুক্তভোগীর পরিচয়ের উপর অভিনিবেশ করে। অনেকে বলেন যে পরিচয়ের উপর এই অভিনিবেশ অতিরিক্ত মানসিক ক্ষতিসাধন করে — ভুক্তভোগী

এবং ক্ষতিগ্রস্ত জনসমাজের অন্যান্য সদস্যদের জন্যেও যারা নিজেদেরও বিপদগ্রস্ত অথবা লক্ষ্যবস্তু হিসেবে অনুভব করেন। অনেকে যুক্তি দেন যে, পরস্পরের সাথে যোগাযোগ ক্ষীণ হয়ে আসার অনুভব মানুষকে করানোর মাধ্যমে বিদ্বেষমূলক অপরাধ বৃহত্তর সমাজের ক্ষতিসাধন করে।

5. Aotearoa (আওতিয়ারোয়া) নিউজিল্যান্ডের বিদ্বেষমূলক অপরাধ সম্বন্ধে আমরা খুব বেশি অবহিত নই। 2019 সাল থেকে, Ngā Pirihimana o Aotearoa (আওতিয়ারোয়া পুলিশ) | নিউজিল্যান্ডের পুলিশ বিবরণে পাওয়া সেইসকল অপরাধ সম্বন্ধে উপাত্ত সংগ্রহ করেছে যেগুলিকে ভুক্তভোগী অথবা অন্য কোনও ব্যক্তি ঘৃণা থেকে সংঘটিত বলে মনে করেছিলেন। 2023 সালে, 5,019 টি বিদ্বেষমূলক অপরাধের ঘটনার বিবরণ পাওয়া গিয়েছিল (সকল বিবৃত অপরাধের ঘটনার 0.9 শতাংশ)। সাধারণ অপরাধের মধ্যে ছিল হয়রানি, জনগণের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি (যেমন, বিশৃঙ্খল আচরণ), আহত করার উদ্দেশ্যে ক্রিয়াকলাপ, এবং সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি সাধন। যেসকল বৈশিষ্ট্য প্রায়শই লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছিল সেগুলি হল, জাতি অথবা জাতিগত পরিচয়, যার সাথে ছিল যৌন অভিমুখীতা, ধর্ম এবং লৈঙ্গিক পরিচয়। 2021 সাল থেকে, রিপোর্ট হওয়া বিদ্বেষমূলক অপরাধের 14– 18 শতাংশের ততটা তদন্ত হয়েছিল যার পরে কোনও ব্যক্তিকে সংশ্লিষ্ট কোনও অপরাধে অভিযুক্ত করার জন্য যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল এবং পুলিশ পদক্ষেপ গ্রহণ করার সিদ্ধান্তও নিয়েছিল। এগুলির মধ্যে, মোটামুটি অর্ধেকের বিরুদ্ধে আদালতে নালিশ প্রক্রিয়া চলেছিল।

প্রশ্ন ১। Aotearoa (আওতিয়ারোয়া) নিউজিল্যান্ডে কী ধরনের বিদ্বেষমূলক অপরাধ ঘটছে এবং তার প্রভাব সম্বন্ধে কি আপনি আমাদের কিছু বলতে চান?

বিবেচনাধীন মূল সংস্কারগুলি (অধ্যায় ৩)

6. আমরা কিছু মূল ভাবনাকে শনাক্ত করেছি যা আমাদের ভাবতে সাহায্য করবে যে আইনের সংস্কারসাধন প্রয়োজন আছে কিনা। এই ভাবনাগুলি আমাদের সংশোধনের জন্য বিকল্পগুলিকে মূল্যায়ন করতেও সাহায্য করবে।

অন্যান্য অপরাধের তুলনায় বিদ্বেষমূলক অপরাধকে বেশি গুরুত্ব দেয়ার প্রয়োজনীয়তা।

7. বিদ্বেষমূলক অপরাধের আইন বিদ্বেষমূলক অপরাধকে অন্যান্য অপরাধের তুলনায় বেশি গুরুত্ব সহকারে দেখে। আইনের পরিমার্জন প্রয়োজন কিনা তার সাথে এর কারণগুলি প্রাসঙ্গিক। হতে পারে যে আমাদের আইন বিদ্বেষমূলক অপরাধকে যথেষ্ট সঙ্গীন হিসেবে বিবেচনা করে না।

8. বিদ্বেষমূলক অপরাধ কেন অন্যান্য অপরাধের তুলনায় অধিক সঙ্গীন হিসেবে বিবেচনা করা প্রয়োজন, তার পিছনে সাধারণত চারটি কারণ দেয়া হয়ে থাকে।

- বিদ্বেষমূলক অপরাধ অন্যান্য অপরাধের তুলনায় অধিক ক্ষতিসাধন করে থাকে;
- বিদ্বেষমূলক অপরাধের অপরাধীরা অন্যান্য অপরাধীদের তুলনায় অধিক দোষের ভাগী;
- আইনের এই বার্তা দেয়া উচিত যে বিদ্বেষমূলক অপরাধ একটি গুরুতর অন্যায়; এবং
- বিদ্বেষমূলক অপরাধের জন্য কঠোরতর শাস্তি প্রদান করা হলে আরও কম লোক বিদ্বেষমূলক অপরাধ সংঘটিত করবে (যদিও প্রমাণ রয়েছে যে কঠোরতর শাস্তি মানুষকে অপরাধ করা থেকে বিরত রাখে না)।

কখন নতুন ফৌজদারি আইন প্রণয়নকে যথাযথ মনে করা হয়?

9. এই পর্যালোচনাটি নিরীক্ষণ করছে যে নতুন বিদ্বেষমূলক ফৌজদারি অপরাধ আইন প্রণয়ন করা হবে কিনা। সরকারি পথনির্দেশে বলা হয় যে ফৌজদারি আইন কেবলমাত্র তখনই প্রণয়ন করা উচিত যদি তা করার পর্যাপ্ত কারণ থাকে। যে আচরণ ইতিমধ্যেই অপরাধের পর্যায়ে পড়ে সেটিকে আরও বেশি মাত্রায় দণ্ডনীয় করে তোলা উচিত যদি তার মাধ্যমে এমন একটি উদ্দেশ্য সাধিত হয় যা বর্তমান আইনের দ্বারা অর্জন করা যায়নি। ব্যক্তির উপরে ফৌজদারি দণ্ডের গুরুতর প্রভাব পড়তে পারে এবং রাষ্ট্রকেও গুরুতর মূল্য দিতে হতে পারে।

Ngā tikanga (নগা তিকাঙ্গা)

10. নিজের সুপারিশ দেয়ার সময়, আইন কমিশনের অবশ্যই te ao Māori (মাওরি জগত) এর প্রতি সম্মান বজায় রেখেই তা করা উচিত। এর অন্তর্ভুক্ত হল tikanga (তিকাঙ্গা), মূল্যবোধ এবং আদর্শের একটি ব্যবস্থা যা te ao Māori (মাওরি জগত) এর সম্পর্কগুলিকে শাসন করে। Aotearoa (আওতিয়ারোয়া) নিউজিল্যান্ডে সুশাসন প্রবর্তনের একটি অংশ হল tikanga (তিকাঙ্গা) সম্বন্ধে চিন্তাভাবনা করা।

11. আমাদের গবেষণায় দেখা গেছে যে tikanga (তিকাঙ্গা) -এ বিদ্বেষমূলক অপরাধের সমতুল কোনও ধারণা ছিল না। তবে, বিদ্বেষমূলক অপরাধ এবং tikanga (তিকাঙ্গা)-এর hara (হারা), kanga (কাঙ্গা) এবং kōruhu (করুহু)-এর ধারণার মধ্যে সাদৃশ্যগুলিকে আমরা বিবেচনা করেছি।

    - Hara (হারা) কে এমন একটি ক্রিয়া হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে যা ন্যায় অথবা আইন ভঙ্গ করে।
    - Kanga (কাঙ্গা) এবং kōruhu (করুহু) উভয়ই hara (হারা) র গুরুতর রূপ। Kanga (কাঙ্গা)-কে গালাগালি দেয়া হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে কাউকে অভিশাপ দেয়া। Kōruhu (করুহু)-এর বর্ণনায় বলা হয়েছে যে অনুতাপ অথবা যুক্তিগ্রাহ্য কোনও কারণ ছাড়াই তা আঘাত বা অন্যরকমের ক্ষতিসাধন করে।

12. এই ধারণাগুলি থেকে বোঝা যায় যে tikanga (তিকাঙ্গা) অনুযায়ী বিদ্বেষমূলক অপরাধ অতি গুরুতর অন্যায় হিসেবে গণ্য হবে।

Te Tiriti o Waitangi (ওয়াইতাঙ্গি চুক্তি) | ওয়াইতাঙ্গির চুক্তি

13. Aotearoa (আওতিয়ারোয়া) নিউজিল্যান্ডে ওয়াইতাঙ্গির চুক্তিটি সরকারের একটি ভিত এবং আইন পরিবর্তন করার সময় এটিকে বিবেচনা করা প্রয়োজন। আমাদের জন্য চ্যালেঞ্জ হল যে এই পর্যালোচনার আওতার মধ্যে থেকে ক্রাউন'স ট্রিটি-এর বাধ্যবাধকতাকে কীভাবে কার্যকর করা যায়, যা আদতে কেবলমাত্র বিদ্বেষমূলক অপরাধ-সংক্রান্ত আইনকে খুঁটিয়ে দেখা। এ বিষয়ে আপনার দৃষ্টিকোণকে আমরা স্বাগত জানাই।

14. উদাহরণ স্বরূপ, সরকারের একটি বাধ্যবাধকতা হল, tino rangatiratanga (সার্বভৌমত্ব)-এর ব্যবহারকে সুরক্ষিত রাখা। এটি অনুযায়ী সরকার মাওরিদের নিজেদের বিষয়গুলি তাদের নিজেদের মতো করে পরিচালনা করতে দিতে বাধ্য থাকে। বিদ্বেষমূলক অপরাধের জবাব দেয়ার জন্য মাওরি জনসমাজকে আরও ভালোভাবে অন্তর্ভুক্ত করার আরও উপায় থাকতে পারে। মাওরি এবং নিউজিল্যান্ডের অন্যান্য অধিবাসীদের মধ্যে বৈষম্য কমানোর বাধ্যবাধকতাও সরকারের আছে। ফৌজদারি অপরাধজনিত ন্যায় ব্যবস্থার সমস্ত স্তরে মাওরিরা অতিরিক্ত প্রতিনিধিত্ব পেয়ে থাকেন, তথাকথিত বিদ্বেষমূলক অপরাধীরাও এর অন্তর্ভুক্ত। অতিমাত্রায় ফৌজদারি আইন তৈরির ঝুঁকিটি সুনির্দিষ্ট বিদ্বেষমূলক ফৌজদারি অপরাধের আইন প্রণয়ন করার বিরুদ্ধে অঙ্গুলি নির্দেশ করতে পারে।

মানবাধিকার সংক্রান্ত বাধ্যবাধকতা

15. আইনের সংস্কারসাধনের বিষয়টি Aotearoa (আওতিয়ারোয়া) নিউজিল্যান্ডের মানবাধিকার সংক্রান্ত বাধ্যবাধকতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

16. কিছু মানুষ মনে করেন যে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংক্রান্ত বাধ্যবাধকতার সাথে সামঞ্জস্য বজায় রাখার জন্য বিদ্বেষমূলক অপরাধ আইনগুলি প্রয়োজন। আমাদের আইন সম্ভবত ইতিমধ্যেই এই বাধ্যবাধকতা পূরণ করে থাকে, যেহেতু দণ্ডাদেশ জারি করার সময় আদালতের জন্য বিদ্বেষমূলক ভাবনাটি বিবেচনা করা বাধ্যতামূলক।

17. অন্যরা বলেন যে, বিদ্বেষমূলক অপরাধ আইন মানবাধিকারকে সঙ্কুচিত করে, যার অন্তর্গত অধিকারগুলি হল:

- চিন্তার স্বাধীনতা (যেহেতু বিদ্বেষমূলক অপরাধ আইন অপরাধীর উদ্দেশ্য এবং বিশ্বাসকে শাস্তি দেয়);
- প্রকাশ এবং সম্বন্ধ স্থাপনের স্বাধীনতা (কারণ অপরাধীদের বলা কথা অথবা অন্য ব্যক্তিদের সাথে তাদের সম্বন্ধকে বিদ্বেষের প্রেরণা হিসেবে প্রমাণ করার জন্য এবং তাদের বক্তব্যকে বাড়িয়ে দেখানোর জন্য ব্যবহার করা হতে পারে); এবং
- সমতা (কারণ বিদ্বেষমূলক অপরাধের ভুক্তভোগীরা এবং অপরাধীরা অন্য অপরাধের ভুক্তভোগী এবং অপরাধীদের তুলনায় পৃথক ধরনের আচরণ পেয়ে থাকে)।

18. যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকলে এই অধিকারগুলিকে সীমিত করা যেতে পারে। Te Kōti Pīra | আপীল আদালত বলেছে যে বিদ্বেষমূলক অপরাধ আইনের গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যবস্তু অনুযায়ী, মতামত ও তা প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারের উপর Aotearoa (আওতিয়ারোয়া) নিউজিল্যান্ড বিদ্বেষমূলক অপরাধ আইন দ্বারা স্থাপিত সীমা ন্যায্য।

বিদ্বেষমূলক অপরাধ আইন দ্বারা কোন বৈশিষ্টগুলিকে সুরক্ষিত রাখা উচিত?

19. Aotearoa (আওতিয়ারোয়া) নিউজিল্যান্ড এর বিদ্বেষমূলক অপরাধ আইন দ্বারা কোন বৈশিষ্টগুলিকে সুরক্ষা প্রদান করা হবে, সে সম্পর্কে আমরা ভাবনাচিন্তা করছি। আইনে কোনও পরিবর্তন আনার প্রয়োজন আছে কিনা এবং পরিবর্তনগুলি কী রকম হবে, সেই সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নিতে এটি আমাদের সাহায্য করবে।

20. আমাদের ভাবতে হবে:

- একদল মানুষ কত গভীরভাবে বিদ্বেষমূলক অপরাধ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হন;
- গোষ্ঠীর প্রতি কী ধরণের বৈরিতা রয়েছে; এবং
- বিদ্বেষমূলক অপরাধ আইন অপরাধ সামলানোর জন্য সর্বোত্তম পন্থা কিনা।

21. বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য, যেমন যৌনতা, লিঙ্গ, এবং বয়স, বিচার্য বিষয় হওয়া উচিত কিনা সে নিয়ে অন্যান্য দেশে তর্ক আছে। উদাহরণ স্বরূপ, বিদ্বেষমূলক অপরাধ আইন নারী ও বয়স্ক মানুষদের বিরুদ্ধে ঘটা অপরাধ সংক্রান্ত উদ্বেগের জবাব দেয়ার জন্য সর্বোত্তম পন্থা কিনা, সে বিষয়ে পৃথক দৃষ্টিকোণ রয়েছে।

22. বর্তমান আইন অনুসারে, যেকোনও "স্থায়ী সাধারণ বৈশিষ্ট্য"কে সুরক্ষা দেয়া হয়। যদি আমরা নতুন একটি পথ ভাবি, যেমন নির্দিষ্ট বিদ্বেষমূলক ফৌজদারি অপরাধগুলিকে, Aotearoa (আওতিয়ারোয়া) নিউজিল্যান্ডে পরিচয় করানো, আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে কোন বৈশিষ্ট্যগুলিকে সুরক্ষিত রাখা প্রয়োজন। বিদ্বেষমূলক ফৌজদারি অপরাধ আইন কেবলমাত্র নির্দিষ্ট কিছু বৈশিষ্ট্যকে সুরক্ষা দেয়।

23. এই সারাংশের বাকি অংশে বর্ণিত, বিদ্বেষমূলক অপরাধ আইনের আওতাধীন বৈশিষ্ট্যসমূহকে 'সুরক্ষিত বৈশিষ্ট্যাবলী' হিসেবে উল্লেখ করুন।

প্রশ্ন ২। Te Tiriti o Waitangi (ওয়াইতাঙ্গি চুক্তি) | ওয়াইতাঙ্গির চুক্তির অধীনে সরকারের বাধ্যবাধকতা আমরা কীভাবে বজায় রাখতে পারি?

প্রশ্ন ৩। বিদ্বেষমূলক অপরাধ আইন দ্বারা কোন বৈশিষ্ট্যগুলিকে সুরক্ষিত রাখা হবে? কেন?

প্রশ্ন ৪। এই পর্যালোচনাটির জন্য আমরা যে মূল সংস্কারের বিবেচনাগুলিকে চিহ্নিত করেছি, সেগুলি সম্পর্কে আপনার কী মত?

বর্তমানে ফৌজদারি অপরাধের ন্যায়ব্যবস্থায় বিদ্বেষমূলক অপরাধের জন্য কী করা হয়ে থাকে? (অধ্যায় ৪)

বর্তমান আইন

24. বর্তমান আইনের অধীনে, একজন অপরাধীর বিরুদ্ধে দণ্ডাদেশ জারি করার সময়, আদালত বিদ্বেষের প্রেরণার বিষয়টি বিবেচনা করে। দণ্ডাদেশ আইন অনুযায়ী, দণ্ডাদেশ প্রদানকারী আদালত বিদ্বেষের প্রেরণাটিকে অবশ্যই বিবেচনা করবে যদি:

> … অপরাধী অপরাধটি করেছে আংশিকভাবে অথবা সম্পূর্ণ রূপে এমন কোনও একটি গোষ্ঠীর মানুষের প্রতি বৈরি মনোভাবের কারণে, যাদের মধ্যে কোনও একটি স্থায়ী সাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে যেমন জাতি, বর্ণ, জাতীয়তা, ধর্ম, লিঙ্গভিত্তিক পরিচয়, যৌন অভিমুখিতা, বয়স, অথবা বিশেষ সক্ষমতা; এবং
>
> (i) বৈরিতার কারণ হল সাধারণ কিছু বৈশিষ্ট্য; এবং
>
> (ii) অপরাধী বিশ্বাস করেছিল যে ভুক্তভোগীরও সেই একই বৈশিষ্ট্য রয়েছে: …

25. বিদ্বেষের প্রেরণা একটি 'অবনতিকর উপাদান'। এর অর্থ হল যে এটির কারণে আরও কঠোর শাস্তি হতে পারে, কিন্তু অপরাধটির শাস্তি এর কারণে বেড়ে চূড়ান্ত হয়ে যায় না। যেকোনও অপরাধের ক্ষেত্রেই এটি প্রযোজ্য হতে পারে।

26. বিদ্বেষমূলক অপরাধের অবনতিকর উপাদানটি বহু কারণের মধ্যে একটি যা আদালত একজন অপরাধীর বিরুদ্ধে দণ্ডাদেশ জারি করার সময় বিবেচনা করে। অন্যান্য অবনতিকর উপাদানগুলির অন্তর্ভুক্ত হল, প্রকৃত হিংসা অথবা তার হুমকি অথবা

অস্ত্রের ব্যবহার, অপরাধ করার সময় বিশেষ ধরনের নিষ্ঠুরতা দেখানো এবং ভুক্তভোগীর দুর্বলতা (উদাহরণ স্বরূপ, তাদের বয়স অথবা স্বাস্থ্যের কারণে)।

বিদ্বেষমূলক অপরাধকে স্বীকৃতি দেয়া, রেকর্ড করা এবং এবং তার তদন্ত করা

27. উপরে যেমনটি বলা হয়েছে, পুলিশ বর্তমানে বিদ্বেষমূলক অপরাধের প্রতিবেদন রেকর্ড করে। কীভাবে বিদ্বেষমূলক অপরাধকে চিহ্নিত করতে হবে, রেকর্ড করতে হবে এবং তার তদন্ত করতে হবে সে বিষয়ে এটি পুলিশ অফিসারদের জন্য পথনির্দেশ এবং প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা করেছে। একবার প্রতিবেদনে জানানো কোনও বিদ্বেষমূলক অপরাধের ঘটনার তদন্ত হয়ে গেলে, পুলিশ সিদ্ধান্ত নেয় যে কীভাবে এগোতে হবে। অনেক সময় অপরাধের শাস্তি দেয়ার জন্য যথেষ্ট প্রমাণ থাকে না। কখনও কখনও বিকল্প ব্যবস্থা, যেমন সতর্ক করে দেয়া বেশি যথাযথ হতে পারে।

বিদ্বেষমূলক অপরাধ জন্য অভিযুক্ত করা

28. কোনও অপরাধের জন্য একজন অপরাধীকে অভিযুক্ত করার সিদ্ধান্ত একজন অভিযোক্তা নিয়ে থাকেন। অধিকাংশ বিদ্বেষমূলক অপরাধে অভিযুক্ত করার প্রক্রিয়া পুলিশের অভিযোক্তারাই করে থাকেন। আরও গুরুতর বিদ্বেষমূলক অপরাধের জন্য আদালতে অভিযোগ দায়ের প্রক্রিয়া সরকারি সলিসিটরদের মাধ্যমে হয়। যথেষ্ট পরিমাণে প্রমাণ মজুত থাকলে এবং যখন জনগণের স্বার্থে অভিযোগ দায়ের করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে, কেবলমাত্র তখনই একটি অপরাধের জন্য আদালতে অভিযোগ দায়ের করা যায়। জনস্বার্থ রক্ষায় আদালতে নালিশের প্রয়োজন আছে কিনা সেই সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় অবনতিকর উপাদানগুলি (যেমন একজন অপরাধীর বিদ্বেষের প্রেরণা) বিবেচনা করা যেতে পারে।

29. বিদ্বেষমূলক অপরাধ প্রেরণা সম্পর্কে প্রমাণ দেয়ার জন্য অভিযোক্তারা পুলিশ অফিসারদের উপর নির্ভর করেন। বিদ্বেষমূলক প্রেরণা দণ্ডবিধানের সময় উল্লেখ নাও করা হতে পারে যদি তার যথেষ্ট প্রমাণ না পাওয়া যায়।

বিদ্বেষমূলক অপরাধ অপরাধীদের জন্য দণ্ডাদেশ

30. যদি একজন বিবাদী দোষী সাব্যস্ত হয়, তাহলে দণ্ডাদেশ জারি করার সময় বিদ্বেষের প্রেরণার বিষয়টি আদালতকে অবশ্যই একটি অবনতিকর উপাদান হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। শুনানি চলাকালীন প্রাপ্ত প্রমাণ অথবা অভিযোক্তা এবং আসামী যে সকল

প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে সহমত পোষণ করেন, সেইসবের ভিত্তিতে কখনও কখনও আদালত সিদ্ধান্ত নেবেন যে কোনও একটি অপরাধ বিদ্বেষের প্রেরণা দ্বারা চালিত। যদি আসামী এবং অভিযোক্তা ঘটনা সম্বন্ধে সহমত না পোষণ করেন, তাহলে অভিযোক্তাকে আরও প্রমাণ দেখানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

31. আদালত বিদ্বেষমূলক অপরাধের অবনতিকর উপাদান সম্পর্কে বিস্তৃত ব্যাখ্যা দিয়েছে। এটি সাধারণত তখন প্রযোজ্য হবে যদি অপরাধী ভুক্তভোগীর সাথে কোনও একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে হিংসা প্রদর্শন করে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ, যদি অপরাধী অপরাধ করাকালীন ভুক্তভোগীর প্রতি জাতিবিদ্বেষী অথবা সমকামী-বিদ্বেষী মন্তব্য করে থাকে, সেক্ষেত্রে আদালত বিদ্বেষমূলক অপরাধের অবনতিকর উপাদানের বিষয়টি প্রয়োগ করেছে।

32. আদালতের নেয়া সিদ্ধান্তে আমরা দেখি যে, জাতি, বর্ণ, অথবা জাতীয়তা অবনতিকর উপাদান প্রয়োগের ক্ষেত্রে সবচেয়ে সাধারণ কয়েকটি বিষয় ছিল। সিদ্ধান্তগুলি একটি বিস্তৃত পরিসরে অনেক ধরনের অপরাধ বিষয়ে প্রযোজ্য, যার মধ্যে রয়েছে খুন, নিগ্রহ, ভীতি প্রদর্শন, বিস্ফোরক রাখা ও সেগুলির ব্যবহার, লুট এবং ডাকাতি, আপত্তিকর প্রকাশনা ছড়িয়ে দেয়া, ধর্ষণ এবং সন্ত্রাসমূলক কর্মকাণ্ড।

বিদ্বেষমূলক অপরাধের অপরাধীদের পুনর্বাসন

33. Ara Poutama Aotearoa (আওতিয়ারোয়ার পাথওয়ে) | ডিপার্টমেন্ট অফ কারেকশনস অপরাধীদের জন্য পুনর্বাসনমূলক কার্যক্রম প্রদান করে। এই কার্যক্রমগুলি সেইসকল মনোভাব এবং আচরণে পরিবর্তন আনতে চেষ্টা করে যা অপরাধের দিকে চালিত করেছিল। এগুলি কেবলমাত্র সেইসব অপরাধীদের জন্য উপলভ্য যাদের মূল্যায়ন থেকে জানা যায় যে তাদের পুনর্বার অপরাধ করার মধ্যম মানের অথবা উচ্চ মানের আশঙ্কা রয়েছে। অপরাধীরা মনোবিদের সাথেও স্বতন্ত্রভাবে সাক্ষাৎ করতে পারে যদি দলগত কার্যক্রমের মাধ্যমে তাদের চাহিদা পূরণ না হয়।

34. বিদ্বেষমূলক অপরাধে দোষী সাব্যস্তদের জন্য কোনও বিশেষ ধরনের পুনর্বাসন কার্যক্রম নেই। সংশোধনাগারগুলি আমাদের জানিয়েছে যে বিদ্বেষমূলক অপরাধের জন্য দণ্ডাদেশ-প্রাপ্ত এরকম অপরাধীদের সংখ্যা যথেষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা কম যাদেরকে নিরাপদে একত্রে রাখা যায়। তারা আমাদের আরও জানিয়েছে যে বিদ্যমান

কার্যক্রমগুলি এবং স্বতন্ত্র চিকিৎসা বিদ্বেষমূলক অপরাধের দোষীদের জন্য কার্যকর হতে পারে।

35. যদি সংশোধনাগারের জানা থাকে যে একজন ব্যক্তির অপরাধ বিদ্বেষ-প্রসূত ছিল, সেটি তাদের কোনও কার্যক্রম অথবা স্বতন্ত্র চিকিৎসা পাওয়ার যোগ্যতা বৃদ্ধি করতে পারে। তবে, সংশোধনাগারকে সব সময় জানানো হয় না যে একজন অপরাধীর অপরাধ বিদ্বেষ-প্রসূত কিনা। পুনরায় অপরাধ করার মধ্যম অথবা উচ্চ মানের সম্ভাবনা-সম্পন্ন অপরাধীদের ক্ষেত্রে, সংশোধনাগার আদালতের দণ্ডাদেশ পাঠ করে, যাতে বিদ্বেষ-প্রসূত হওয়ার বিষয়ের উল্লেখ থাকতেও পারে।

বর্তমান আইনে কি কোনও সমস্যা আছে? (অধ্যায় ৫)

দেখানো যে বিদ্বেষমূলক অপরাধ একটি গুরুতর বিষয়

36. অনেকে মনে করেন যে আইনের এই বার্তা দেয়া উচিত যে, বিদ্বেষমূলক অপরাধ একটি গুরুতর অন্যায়। বর্তমান আইনের অধীনে তা যেভাবে হতে পারে:

- কোনও একটি অপরাধ সম্পর্কে আদালতের শুনানিতে অথবা লিখিত দণ্ডাদেশের সিদ্ধান্তে বিচারকের উল্লেখ করা যে সেটি বিদ্বেষমূলক;
- বিদ্বেষমূলক অপরাধের সম্বন্ধে সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন ছাপানো; অথবা
- অপরাধীর কঠোরতর সাজা পাওয়া।

37. যাইহোক, কিছু মানুষের মনে হতে পারে যে বর্তমান আইন জনগণকে বিদ্বেষমূলক অপরাধ ও তার গুরুত্ব সম্বন্ধে জানানোর জন্য যথেষ্ট করে না। এর কারণ হল:

- একজন ব্যক্তিকে যে অন্যায়ের জন্য অভিযুক্ত করা হয়, বিদ্বেষের প্রেরণা সেটির অংশ নয়;
- বিদ্বেষের প্রেরণা বিবেচনা করা হয়েছিল কিনা অথবা দণ্ডের পরিমাণ তাতে কতটা পাল্টেছে সেসকল বিষয়ে দণ্ডাদেশের সিদ্ধান্তে জানানোর প্রয়োজন হয় না;
- বিদ্বেষমূলক অপরাধের জন্য আদালতের কঠোরতর দণ্ডবিধান করার প্রয়োজন নেই; এবং

- বিদ্বেষমূলক অপরাধ হোক বা না হোক, কোনও অপরাধের জন্য সর্বোচ্চ দণ্ড একই থাকবে।

বিদ্বেষমূলক অপরাধ সম্পর্কে রিপোর্ট করার জন্য উৎসাহ দেয়া

38. রয়্যাল কমিশন জেনেছেন যে বিদ্বেষমূলক অপরাধের সম্পর্কে অধিকাংশ সময়ই পুলিশে জানানো হয় না।

39. বিদ্বেষমূলক অপরাধের বিষয়ে না জানানোর পিছনে কোনও ব্যক্তির কাছে বহু কারণ থাকতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ, তারা:

    - বিদ্বেষমূলক অপরাধ পুলিশের কাছে জানানোর মতো যথেষ্ট গুরুতর না মনে করতে পারেন;
    - অপরাধী কে সেটি না জানতে পারেন; অথবা
    - পুলিশের সাথে অথবা তাদের সম্পর্কে নেতিবাচক অভিজ্ঞতার শিকার হয়ে থাকতে পারেন যা জানানোর ব্যাপারে তাদের নিরুৎসাহিত করবে।

40. মানুষ পুলিশের কাছে বিদ্বেষমূলক অপরাধের সম্পর্কে কেন জানান না এবং রয়্যাল কমিশন তার প্রতিবেদন প্রকাশ করার পরে এই অবস্থার উন্নতি ঘটেছে কিনা তা জানার জন্য আমরা আগ্রহী। রয়্যাল কমিশনের অনুসন্ধানের পরে, পুলিশ প্রশিক্ষণ এবং পথনির্দেশের ব্যবস্থা করেছিল যাতে পুলিশ অফিসাররা বিদ্বেষমূলক অপরাধ সম্পর্কে রিপোর্ট পেলে তা গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করেন।

প্রাসঙ্গিক মামলায় বিদ্বেষের প্রেরণাটি উল্লেখের বিষয়টি নিশ্চিত করা

41. পুলিশ নিরবচ্ছিন্ন ভাবে বিদ্বেষের প্রেরণা বিষয়ে অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছে কিনা এবং দণ্ডাদেশের ক্ষেত্রে অভিযোক্তারা বিষয়টি উল্লেখ করছেন কিনা সে বিষয়ে আমরা আগ্রহী। পুলিশের জন্য পথনির্দেশ এবং প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক পরিবর্তন বিদ্বেষমূলক অপরাধের ক্ষেত্রে তাদের প্রতিক্রিয়া উন্নততর করতে সাহায্য করতে পারে, কিন্তু এ বিষয়ে এত শীঘ্র জানা নাও যেতে পারে।

42. আমরা এও জানতে আগ্রহী যে বিদ্বেষের প্রেরণা আদালতের শুনানিপর্বের অন্যান্য স্তরে বিবেচিত হওয়া উচিত কিনা, যেমন যখন আদালত কোনও আসামীকে জামিন দেয়ার সিদ্ধান্ত নেন, সেই সময়, অথবা পরবর্তীতে সেই একই অপরাধীর বিরুদ্ধে দণ্ডাদেশ জারি করার সিদ্ধান্ত নেয়ার সময়।

বিদ্বেষমূলক অপরাধ সংক্রান্ত মামলাগুলির বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ

43. বর্তমান আইন অনুযায়ী, বিদ্বেষের প্রেরণা অপরাধের অংশ নয়। এতে রিপোর্ট করা বিদ্বেষমূলক অপরাধ এবং মামলার ফলাফল সম্বন্ধে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা কঠিন হয়ে উঠতে পারে।

44. রিপোর্ট করা বিদ্বেষমূলক অপরাধ সম্বন্ধে নিজেদের লিপিবদ্ধকরণ উন্নত করার জন্য পুলিশ ব্যবহারিক পরিবর্তন করেছে এবং জনগণের কাছে তথ্য প্রকাশ করাও শুরু করেছে। প্রতি বছর রিপোর্ট করা বিদ্বেষমূলক অপরাধ লিপিবদ্ধ করার সংখ্যা স্থিরভাবে বাড়ছে।

45. বিদ্বেষমূলক অপরাধের অভিযোগের ক্ষেত্রে কি ঘটে সে সম্পর্কে তথ্যের ক্ষেত্রে এখনও কিছুটা ফাঁক রয়ে গেছে (যেমন, অপরাধীকে দোষী সাব্যস্ত করা হয় কিনা এবং তারা কি ধরনের দণ্ডাদেশ পায়) এবং দণ্ডাদেশ জারি করার সময় বিদ্বেষের প্রেরণাটিকে বিবেচনা করা হয় কিনা।

কঠোরতার উপাদানটিকে প্রয়োগ করা

46. বিদ্বেষমূলক অপরাধের অবনতিকর উপাদানটির শব্দ এবং আদালতগুলিতে এর প্রয়োগ বিষয়ে আমরা তিনটি সম্ভাব্য সংশয়কে চিহ্নিত করেছি।

47. প্রথম, অবনতিকর উপাদানটি প্রযোজ্য হয় যখন অপরাধী সম্পূর্ণভাবে *অথবা আংশিকভাবে* বৈরিতা দ্বারা চালিত হয়েছিল। অপরাধের মূল কারণ বৈরিতা হওয়ার প্রয়োজন নেই। এর অর্থ হল যে অবনতিকর উপাদানটি কেবলমাত্র তখনই প্রযোজ্য হবে যদি অপরাধটির ক্ষেত্রে বিদ্বেষ একটি সামান্য কারণ হয়। তবে, আমরা এই ঘটনার কোনও উদাহরণ খুঁজে পাইনি।

48. দ্বিতীয়ত, অবনতিকর উপাদানটি এমন যেকোনও গোষ্ঠীর মানুষজনের প্রতি সংঘটিত অপরাধের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যাদের একটি "স্থায়ী সাধারণ বৈশিষ্ট্য" রয়েছে। এর অর্থ সবসময় স্পষ্ট নয়। উদাহরণ স্বরূপ, যৌনতা আপাতভাবে একটি "স্থায়ী সাধারণ বৈশিষ্ট্য", কিন্তু অবনতিকর উপাদানটি খুব কম ক্ষেত্রেই নারীদের প্রতি নিষ্ঠুরতার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। কোন বৈশিষ্ট্যের প্রতি অবনতিকর উপাদানটি প্রযোজ্য হবে সে বিষয়ে অনিশ্চয়তা এমন সিদ্ধান্তের দিকে চালিত করতে পারে যা জনগণ প্রত্যাশা করবে না। যেমন, নিউ সাউথ ওয়েলসে সেইসকল ব্যক্তিদের সুরক্ষা প্রদানের জন্য

একটি অনুরূপ অবনতিকর উপাদান ব্যবহার করা হয়েছিল যারা শিশুদের ক্ষেত্রে যৌন-অপরাধী বলে মনে করা হত।

49. তৃতীয়ত, অবনতিকর উপাদানটি কেবলমাত্র প্রযোজ্য হয় যদি অপরাধী বিশ্বাস করে যে ভুক্তভোগী একটি সুরক্ষিত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিল। উদাহরণ স্বরূপ, জনগণের জন্য প্রকাশ্য কোনও স্থানের মালিক কে তা না জেনে অথবা পরোয়া না করে যদি একজন অপরাধী সেখানে বিদ্বেষমূলক গ্রাফিতি লিখে থাকে, তবে এটি প্রযোজ্য হবে না।

অপরাধীদের পুনর্বাসনের চাহিদাকে মূল্যায়ন করা

50. একজন ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করার সময় যেহেতু বিদ্বেষের প্রেরণাটিকে উল্লেখ করা হয় না, রয়্যাল কমিশনের মনে হয়েছে যে এর ফলে পুনর্বাসনের সহায়তার চাহিদা পূরণ নাও হতে পারে। সংশোধনাগারগুলির মনে হয়েছিল যে এটি তেমন বড় কোনও সমস্যা নয়। পুনর্বাসনমূলক সহায়তা প্রধানত মধ্যম এবং উচ্চ ঝুঁকিসম্পন্ন অপরাধীদের দেয়া হয়ে থাকে, এবং সংশোধনাগারের জানা উচিত যে এই অপরাধীরা বিদ্বেষের প্রেরণা দ্বারা চালিত কিনা যেহেতু তারা এদের দণ্ডাদেশ এবং আদালতের অন্যান্য তথ্য পাঠ করে।

51. তবে, বিদ্বেষমূলক অপরাধের সেইসকল অপরাধীদের ক্ষেত্রে পুনর্বাসনমূলক সহায়তার চাহিদা পূরণে ফাঁক থেকে যেতে পারে যাদের নিম্ন-ঝুঁকিসম্পন্ন হিসেবে মূল্যায়ন করা হয়েছিল। এরকম মামলাও থাকতে পারে যেখানে আদালতের নথিপত্রে কোনও অপরাধীর বিদ্বেষের প্রেরণাটি স্পষ্ট হয়নি। সে ক্ষেত্রে, সংশোধনাগারের পক্ষে বোঝা আরও মুশকিল হতে পারে যে একজন মধ্যম অথবা উচ্চ ঝুঁকিসম্পন্ন অপরাধী বিদ্বেষ দ্বারা চালিত হয়েছিল (যদিও মূল্যায়ন এবং চিকিৎসা চলাকালীন এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যেতে পারে)।

প্রশ্ন ৫। আপনি কি মনে করেন যে Aotearoa (আওতিয়ারোয়া) নিউজিল্যান্ডের বিদ্যমান বিদ্বেষমূলক অপরাধ আইন যেভাবে কাজ করছে, সেটিতে কোনও

সংস্কারসাধনের ক্ষেত্রে পছন্দগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ (অধ্যায় ৬)

52. বিদেশে বিদ্বেষমূলক অপরাধের সমাধান খোঁজার জন্য তিনটি মূল আইনি মডেল ব্যবহার করা হয়েছে:

- কঠোরতর দণ্ডাদেশের মডেল (বর্তমানে Aotearoa (আওতিয়ারোয়া) নিউজিল্যান্ডে ব্যবহার করা হয়);

- সুনির্দিষ্ট বিদ্বেষমূলক ফৌজদারি অপরাধ আইন (রয়্যাল কমিশনের সুপারিশ করা); এবং
- স্কটিশ হাইব্রিড মডেল, যেটি কঠোরতর দণ্ডাদেশ এবং সুনির্দিষ্ট বিদ্বেষমূলক অপরাধ আইনের কিছু কিছু দিককে একত্রিত করে।

53. যদি আমরা সিদ্ধান্ত নিই যে বর্তমান আইনে সমস্যা আছে, তাহলে তার সমাধান খোঁজা যেতে পারে:

- যেভাবে কঠোরতর দণ্ডাদেশ ব্যবস্থা কাজ করে তা উন্নত করার মাধ্যমে, আইনে পরিবর্তন আনা অথবা পরিচালনাগত অভ্যাসের মাধ্যমে; অথবা
- একটি পৃথক আইনি মডেল গ্রহণ করার মাধ্যমে।

54. নতুন অপরাধমূলক আইন কেবলমাত্র তখনই তৈরি করা উচিত যদি তার যথেষ্ট কারণ থাকে এবং যদি সেটি এমন কিছু অর্জন করতে পারে যা বর্তমান আইন পারে না। এর অর্থ হল যে, কঠোরতর দণ্ডাদেশের মডেলটিকে উন্নততর করার মাধ্যমে বর্তমান আইনের মধ্যে থাকা যেকোনও সমস্যার সামাধান খোঁজা বাঞ্ছনীয় হতে পারে। এরকম সমস্যা যদি থাকে যা এভাবে সমাধান করা যাবে না, তাহলে একটি পৃথক আইনি মডেল বিবেচনা করা উচিত। এই সারসংক্ষেপে পরবর্তীতে আমরা উভয় পছন্দের বিষয়েই মতামত চাইব।

55. নিচের সারণীতে আমরা প্রধান তিনটি আইনি মডেলের মূল বৈশিষ্ট্যগুলিকে তুলনা করব।

বিদ্বেষমূলক অপরাধের সমাধান করার জন্য আইনি মডেল

	কঠোরতর দণ্ডাদেশ জারির মাধ্যমে	সুনির্দিষ্ট অপরাধ	স্কটিশ হাইব্রিড মডেল
কোন অপরাধগুলি এর অধীন?	সমস্ত অপরাধ	কেবলমাত্র সুনির্দিষ্ট কিছু অপরাধ	সমস্ত অপরাধ
কোন বৈশিষ্ট্যগুলি সুরক্ষিত?	যেকোনও স্থায়ী সাধারণ বৈশিষ্ট্য	কেবলমাত্র সুনির্দিষ্ট কিছু বৈশিষ্ট্য	কেবলমাত্র সুনির্দিষ্ট কিছু বৈশিষ্ট্য

দণ্ডাদেশের অংশ হিসেবে কি বিদ্বেষের প্রেরণার উল্লেখ করা হয়?	না	হ্যাঁ	হ্যাঁ
বিদ্বেষমূলক অপরাধের জন্য কি অধিকতর মাত্রায় চূড়ান্ত দণ্ডাদেশ ধার্য রয়েছে?	না	হ্যাঁ	না
এই মডেলটি বর্তমানে কোথায় ব্যবহার করা হয়?	নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া (নিউ সাউথ ওয়েলস, ভিক্টোরিয়া, দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া, তাসমানিয়া এবং উত্তরের অঞ্চল), ইংল্যান্ড এবং ওয়েলস (সুনির্দিষ্ট অপরাধগুলির পাশাপাশি), ক্যানাডা, উত্তর আয়ারল্যান্ড	অস্ট্রেলিয়া (পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া এবং কুইন্সল্যান্ড), ইংল্যান্ড এবং ওয়েলস (কঠোরতর দণ্ডাদেশের পাশাপাশি)।	স্কটল্যান্ড

বর্তমানের আইনি মডেলটিকে উন্নত করা (অধ্যায় ৭)

56. Aotearoa (আওতিয়ারোয়া) নিউজিল্যান্ডে বর্তমানে ব্যবহৃত আইনি মডেলটি কঠোরতর দণ্ডাদেশ মডেল নামে পরিচিত। এই মডেলের অধীনে, একজন অপরাধীর বিদ্বেষের প্রেরণাকে বিবেচনা করা হয় একটি অবনতিকর উপাদান হিসেবে যখন তার জন্য দণ্ডাদেশ জারি করা হয়। বিদ্বেষমূলক প্রেরণা অপরাধ অংশ নয়, এবং অপরাধটির জন্য সর্বোচ্চ দণ্ডের ক্ষেত্রে কোনও পরিবর্তন ঘটে না।

কঠোরতর দণ্ডাদেশ মডেলটিকে রাখার সুবিধা

57. অন্যান্য আইনি মডেলের তুলনায় কঠোরতর দণ্ডাদেশ মডেলটির অনেক সুবিধা আছে। উদাহরণ স্বরূপ:

- এটি সমস্ত ধরনের অপরাধ এবং স্থায়ী সাধারণ বৈশিষ্ট্যের প্রতি প্রযোজ্য;
- বিদ্বেষের প্রেরণার গুরুত্বকে প্রতিটি মামলার ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা হয়;
- আদালতের সময় এবং অর্থের প্রেক্ষিতে এটি অধিকতর কার্যকর, যেহেতু বিদ্বেষের প্রেরণা শুনানিতে প্রমাণ করার প্রয়োজন হয় না এবং প্রায়শই এর বিরোধিতাও করা হয় না; এবং
- বর্তমানের আইনি মডেলটি বজায় রাখলে অনর্থক অর্থব্যয় এবং গুরুত্বপূর্ণ আইনি সংস্কারসাধনের অনিশ্চয়তা এড়ানো যাবে।

কঠোরতর দণ্ডাদেশ জারির মডেলটিকে উন্নত করা

58. আইনি মডেলটিকে পরিবর্তন না করে কীভাবে বর্তমান আইন আরও ভালোভাবে কাজ করতে পারে তার কিছু উপায় থাকতে পারে। আমরা জানতে চাই যে এ বিষয় আপনি কী ভাবেন। নিচে আমরা কয়েকটি পছন্দ নিয়ে ভেবেছি।

দেখানো যে বিদ্বেষমূলক অপরাধ একটি গুরুতর বিষয়

59. যদি বর্তমান আইন বিদ্বেষমূলক অপরাধকে একটি গুরুতর বিষয় হিসেবে দেখানোর জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা না নেয়, এ বিষয়টিকে উদ্দেশিত করার কিছু উপায়ের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে:

- কোনও অপরাধ যদি বিদ্বেষমূলক অপরাধ হয়, তবে জনগণ ও সংবাদমাধ্যমের জন্য উন্মুক্ত আদালতের শুনানিতে দণ্ডবিধানকারী বিচারকের জন্য এটির উল্লেখ করা আবশ্যক হওয়া;
- অপরাধীর বিদ্বেষের প্রেরণা তার দণ্ডাদেশকে কিভাবে প্রভাবিত করেছে সেই বিষয়টির ব্যাখ্যা করা দণ্ডাদেশ জারি করা বিচারকের জন্য আবশ্যক হওয়া;
- ইতিমধ্যেই সংঘটিত অপরাধের জন্য সর্বাধিক দণ্ডাদেশের পর্যালোচনা করা যাতে নিশ্চিত করা যায় যে সেই দণ্ডাদেশ অপরাধীর বিদ্বেষের প্রেরণাকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য যথেষ্ট।

বিদ্বেষমূলক অপরাধ সম্পর্কে রিপোর্ট করার জন্য উৎসাহ দেয়া

60. বিদ্বেষমূলক অপরাধ সম্পর্কে জানানোর ক্ষেত্রে যদি বাধা থাকে, আইনের মডেলে পরিবর্তন আনা এই বিষয়টিকে উদ্দেশিত করার জন্য যথেষ্ট নাও হতে পারে। অন্যান্য বিকল্প হতে পারে:

- গণ-সচেতনতা অভিযান;
- রিপোর্ট করার অন্যান্য বিকল্পের সাথে পরিচয় করানো, যেমন জনসমাজ-ভিত্তিক সেবা যা ভুক্তভোগী এবং অন্যান্যদের সপক্ষে বিদ্বেষমূলক অপরাধ সম্বন্ধে জানাতে পারে।

বিদ্বেষমূলক অপরাধ জন্য অভিযুক্ত করা

61. যদি দণ্ডাদেশ জারি করার সময় অভিযোক্তারা ধারাবাহিকভাবে বিদ্বেষের প্রেরণার বিষয়টি উত্থাপন না করেন, তাহলে এ বিষয়টিকে সম্বোধন করার কয়েকটি উপায় হতে পারে:

- বিদ্বেষমূলক অপরাধ সম্পর্কে অভিযোগ দাখিল করার বিষয়ে ক্রাউন সলিসিটরদের পরামর্শ দেয়া, যা পুলিশের অভিযোক্তাদের ইতিমধ্যেই দেয়া দিকনির্দেশনার অনুরূপ।
- আদালত ব্যবস্থায় বিদ্বেষমূলক অপরাধ সংক্রান্ত মামলাগুলিকে চিহ্নিত করা। কোনও আসামীর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ একটি তথাকথিত বিদ্বেষমূলক অপরাধ হতে পারে কিনা সে বিষয়ে মন্তব্য করার জন্য অভিযোক্তাদের বলা যেতে পারে। একটি চিহ্ন (পতাকা) দণ্ডাদেশ জারি করার সময় এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক সময়ে বিচারকদের বিদ্বেষমূলক ভাবনাটিকে বিবেচনা করার জন্য প্রণোদিত করতে পারে (যেমন আসামীকে জামিন দেয়া হবে কিনা সেই সিদ্ধান্ত নেয়ার সময়)।

বিদ্বেষমূলক অপরাধ বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগের ফলাফল সম্বন্ধে তথ্য উন্নত করা

62. আদালত ব্যবস্থায় যদি বিদ্বেষমূলক অপরাধ সম্পর্কিত মামলাগুলি চিহ্নিত করা হয় (যেমন উপরে আলোচনা করা হয়েছে), আদালত হয়ত পুলিশের সাথে সেইসকল মামলা সম্পর্কিত তথ্য ভাগাভাগি করে নিতে পারে। কত ঘন ঘন অভিযোক্তারা দণ্ডাদেশের

শুনানিতে বিদ্বেষমূলক প্রেরণার বিষয়টি উত্থাপন করছেন এবং বিদ্বেষমূলক অপরাধের অভিযোগের ফলাফল কি হচ্ছে, তা ট্র্যাক করার ক্ষেত্রে এটি পুলিশকে সাহায্য করতে পারে।

বিদ্বেষমূলক অপরাধের অবনতিকর উপাদানগুলির প্রয়োগ

63. বিদ্বেষমূলক অপরাধের অবনতিকর উপাদানগুলির প্রয়োগ সম্বন্ধে যদি সংশয় থাকে, তাহলে উপাদানটির আভাস পালটে দিয়ে সেই সংশয় কাটানো সম্ভব হতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ:

- যদি এরকম উদ্বেগ থাকে যে অবনতিকর কোনও উপাদান প্রযোজ্য হতে পারে এমন কোনও অপরাধের ক্ষেত্রে যেখানে বিদ্বেষ কেবল একটি সামান্য কারণ, সেক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটানো যেতে পারে যাতে বিদ্বেষ অপরাধীর প্রেরণার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়।
- অবনতিকর উপাদানের মাধ্যমে কোন বৈশিষ্ট্যগুলি সুরক্ষিত থাকে সে সম্পর্কে যদি সংশয় থাকে, তাহলে উপাদান পরিবর্তন করা যেতে পারে যাতে সেটি "স্থায়ী সাধারণ বৈশিষ্ট্য"-এর পরিবর্তে, কেবলমাত্র তালিকাভুক্ত বৈশিষ্ট্যগুলির প্রতিই প্রযোজ্য হতে পারে। আরেকটি উপায় হল সুরক্ষিত বৈশিষ্ট্যগুলির উদাহরণসমূহের তালিকাটিকে পরিবর্তন করা।
- যেখানে অপরাধীর বিশ্বাস ছিল যে ভুক্তভোগী কোনও সুরক্ষিত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী, কেবলমাত্র সেইসকল ক্ষেত্রে অবনতিকর উপাদানের প্রযোজ্য হওয়া যদি সমস্যাজনক হয়, তাহলে এই আবশ্যকতা সরিয়ে দেয়া যেতে পারে।

বিদ্বেষমূলক অপরাধের অপরাধীদের পুনর্বাসন

64. অপরাধীদের পুনর্বাসন সংক্রান্ত চাহিদা চিহ্নিত করতে যদি সমস্যা হয়, আদালত ব্যবস্থায় সূচিত বিদ্বেষমূলক অপরাধ বিষয়ক যেকোনও চিহ্ন (পতাকা) সংশোধনাগারের সাথে ভাগাভাগি করে নেয়া যেতে পারে। এরপর সংশোধনাগারকে বিদ্বেষমূলক অপরাধের দণ্ডাদেশ বিষয়ে জানানো হবে।

প্রশ্ন ৬। যেভাবে Aotearoa (আওতিয়ারোয়া) নিউজিল্যান্ডের বিদ্বেষমূলক অপরাধ আইন কাজ করছে, তাতে যদি সমস্যা থাকে, তাহলে বর্তমান আইনের মডেলটি (প্রকোপভিত্তিক দণ্ডাদেশ) বজায় রেখে কি কোনও সমাধানে পৌঁছানো সম্ভব? যদি হয়, কীভাবে?

বিদ্বেষমূলক অপরাধের সমাধান খোঁজার জন্য অন্যান্য আইনি মডেল (অধ্যায় ৮)

65. যদি আমরা সিদ্ধান্ত নিই যে কঠোরতর দণ্ডাদেশ জারির মডেলটিতে সমস্যা আছে যা সহজে সমাধান করা যাবে না, আমরা আইনি মডেলটিকে পাল্টানোর জন্য সুপারিশ করতে পারি। অন্য দুটি আইনি মডেল যা বিদ্বেষমূলক অপরাধের জন্য বিদেশে ব্যবহার করা হয় (যেগুলিকে স্বতন্ত্রভাবে অথবা কঠোরতর দণ্ডাদেশের সাথে গ্রহণ করা যাবে), সেগুলি বিষয়েও আমরা মতামত পেতে আগ্রহী।

- সুনির্দিষ্ট বিদ্বেষমূলক ফৌজদারি অপরাধ আইন (রয়্যাল কমিশনের সুপারিশ করা); এবং
- স্কটিশ হাইব্রিড মডেল, যেটি কঠোরতর দণ্ডাদেশ এবং সুনির্দিষ্ট বিদ্বেষমূলক অপরাধ আইনের কিছু কিছু দিককে একত্রিত করে।

সুনির্দিষ্ট বিদ্বেষমূলক ফৌজদারি অপরাধ

66. এই মডেলের অধীনে, বিদ্বেষের প্রেরণা সেই অপরাধেরই অংশ যার জন্য একজন ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। শুনানিতে এটিকে অবশ্যই সমস্ত সন্দেহের ঊর্ধ্বে প্রমাণ করতে হবে (যদি না আসামী দোষী হিসেবে আত্মপক্ষ সমর্থন করে)। যদি আসামী দোষী সাব্যস্ত হয়, তাহলে আদালতের দণ্ডাদেশ বিষয়ক নথিপত্রে এবং সংবাদমাধ্যমের যেকোনও প্রতিবেদনে এটি স্পষ্ট হওয়া উচিত যে অপরাধটি বিদ্বেষমূলক অপরাধ ছিল, কারণ বিদ্বেষের প্রেরণা অপরাধেরই একটি অংশ। অপরাধীর ফৌজদারি রেকর্ডেও বিদ্বেষের প্রেরণার উল্লেখ রাখা থাকে।

কোন অপরাধগুলি এর আওতায় আসবে?

67. বিদ্বেষমূলক ফৌজদারি অপরাধগুলি সাধারণত বিদ্যমান অপরাধ ভিত্তিতেই ঘটে থাকে (যেমন নিগ্রহ)। এই বিদ্যমান অপরাধগুলিকে 'প্রাথমিক অপরাধ' (বেস অফেন্স) বলা হয়। বিদ্বেষমূলক অপরাধ প্রাথমিক অপরাধের সমতুল এই ব্যতিক্রমটি বাদে যে

অভিযোক্তাকে এখানে অবশ্যই দেখাতে হবে যে অপরাধী বিদ্বেষের প্রেরণা দ্বারা চালিত হয়েছিল। বিদ্বেষমূলক ফৌজদারি অপরাধের ক্ষেত্রে চরম শাস্তির তীব্রতা প্রাথমিক অপরাধের তুলনায় অনেক বেশি।

68. অপরাধকে যুক্তিসঙ্গতভাবে সুনির্দিষ্ট হতে হবে, যাতে জনগণের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে কোন আচরণ গ্রহণযোগ্য নয়। প্রতিটি অপরাধের নিজস্ব স্বতন্ত্র সর্বোচ্চ দণ্ডাদেশের সীমা থাকা প্রয়োজন। এই কারণে, কেবলমাত্র সীমিত সংখ্যক প্রাথমিক অপরাধ এবং সুরক্ষিত বৈশিষ্ট্য বিদ্বেষমূলক ফৌজদারি অপরাধের অধীনে আসে।

69. যদি সুনির্দিষ্ট বিদ্বেষমূলক ফৌজদারি অপরাধ প্রবর্তন করানোর জন্য আমরা সুপারিশ করি, তাহলে আমাদের বিবেচনা করতে হবে যে সেগুলি কোন অপরাধের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। কিছু বিষয় যা নিয়ে আমাদের চিন্তা করতে হবে সেগুলি হল:

- কত ঘন-ঘন একটি প্রাথমিক অপরাধ বিদ্বেষের প্রেরণায় চালিত; এবং
- প্রাথমিক অপরাধটির জন্য সর্বোচ্চ দণ্ড বিদ্বেষমূলক অপরাধের শাস্তি হিসেবে ইতিমধ্যেই বেশি কিনা।

70. রয়্যাল কমিশন আক্রমণাত্মক আচরণ অথবা ভাষা, ইচ্ছাকৃত ক্ষয়ক্ষতি, ভীতি প্রদর্শন, নিগ্রহ, আগুন লাগানো এবং উদ্দেশ্য-প্রণোদিত ক্ষয়ক্ষতিকে বিদ্বেষমূলক ফৌজদারি অপরাধের আওতায় আনার জন্য সুপারিশ করেছে। তবে, সমস্ত ধরনের বিদ্বেষমূলক অপরাধ এর আওতায় আসবে না। উদাহরণ স্বরূপ, Aotearoa (আওতিয়ারোয়া) নিউজিল্যান্ডে, ডাকাতি এবং মজুত রাখা বিস্ফোরকের ব্যবহারকে বিদ্বেষমূলক অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়।

প্রশ্ন ৭। যদি সুনির্দিষ্ট বিদ্বেষমূলক অপরাধ আইন গৃহীত হয়, তবে কোন অপরাধগুলিকে তার অধীনস্থ করা উচিত? কেন?

সুবিধা এবং অসুবিধা

71. কঠোরতর দণ্ডাদেশ জারির মডেলটির তুলনায় সুনির্দিষ্ট বিদ্বেষমূলক ফৌজদারি অপরাধের কিছু সুবিধা থাকতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ, তারা:

- আরও কঠিন বার্তা দিতে পারে যে বিদ্বেষমূলক অপরাধ একটি গুরুতর বিষয়;
- বিদ্বেষমূলক অপরাধের লিপিবদ্ধকরণ এবং নজরদারি উন্নত করতে পারে;
- অধিক সংখ্যায় বিদ্বেষমূলক অপরাধ হিসেবে অপরাধগুলির তদন্ত করা এবং ফৌজদারি অভিযোগ প্রক্রিয়া চালানো হতে পারে;
- বিদ্বেষমূলক অপরাধ-প্রসূত ক্ষয়ক্ষতি সম্বন্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে জনগণের দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তন করতে পারে;
- অপরাধীর প্রতিও অনুকূল দৃষ্টিভঙ্গী রাখতে পারে, যেহেতু বিদ্বেষের প্রেরণা মামলার শুনানিতে সমস্ত সন্দেহের ঊর্ধ্বে প্রমাণ করার প্রয়োজন হয় (যদি না আসামী দোষী হিসেবে আত্মপক্ষ সমর্থন করে)।

72. সুনির্দিষ্ট বিদ্বেষমূলক ফৌজদারি অপরাধের কিছু অসুবিধাও থাকতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ:

- সমস্ত ধরনের বিদ্বেষমূলক অপরাধ এর আওতায় আসে না। কিছু মানুষের মনে হতে পারে যে এটা অন্যায়।
- এর ফলে ফৌজদারি বিচার দীর্ঘায়িত, আরও জটিল এবং আরও ব্যয়বহুল হতে পারে। আসামীদের দোষী হিসেবে আত্মপক্ষ সমর্থন করার সম্ভাবনাও কমে যায়। অভিযোক্তা-পক্ষকে বিচার চলাকালীন বিদ্বেষের প্রেরণাটিকে প্রমাণ করার প্রয়োজন হবে, যাতে ভুক্তভোগী এবং অন্যান্য সাক্ষীদের কাছ থেকে আরও প্রমাণ অন্তর্ভুক্ত করতে হতে পারে।
- কিছু মামলায় বিদ্বেষের প্রেরণা স্বীকৃতি নাও পেতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ, অভিযোক্তারা একজন ব্যক্তিকে বিদ্বেষমূলক অপরাধের পরিবর্তে সাধারণ একটি অপরাধে অভিযুক্ত করতে পারেন কারণ আসামী সাধারণ অপরাধটির ক্ষেত্রে দোষী হিসেবে আত্মপক্ষ সমর্থন করবে।
- বিদ্বেষের প্রেরণাটিকে দণ্ডাদেশে প্রভাব-বিস্তারকারী অন্যান্য উপাদানের তুলনায় অধিক গুরুতর হিসেবে মোকাবিলা করা হবে (যেমন গুরুতর নিষ্ঠুরতা অথবা ভুক্তভোগীর দুর্বলতা)।
- তাদের প্রেরণার ভিত্তিতে অপরাধীদের কঠোরতর শাস্তিবিধান করা চিন্তা ও প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারকে সঙ্কুচিত করতে পারে। সন্দেহভাজনদের

মতামত এবং বিশ্বাসের বিষয়ে তদন্ত করার প্রভাবও প্রকাশের উপর মারাত্মক হতে পারে।

- বিদ্বেষমূলক অপরাধ অসমভাবে সংখ্যালঘু এবং নিম্ন আর্থসামাজিক স্তরের গোষ্ঠীগুলির উপরে (বিশেষত মাওরি, যারা ফৌজদারি ন্যায় ব্যবস্থায় অতিমাত্রায় উপস্থাপিত, যার অন্তর্ভুক্ত হল তথাকথিত বিদ্বেষমূলক অপরাধের আসামীরা) বলপূর্বক চাপিয়ে দেয়া হতে পারে।

স্কটিশ হাইব্রিড মডেল

73. এই মডেলের অধীনে, যেকোনও ধরনের অপরাধকেই 'বিদ্বেষ দ্বারা চালিত' হিসেবে শনাক্ত করা যায়। আসামীকে যখন অভিযুক্ত করা হয় সেসময় অভিযোক্তাকে অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে যে বিদ্বেষের প্রকোপে অপরাধটি আরও খারাপ হয়েছিল এবং সেই প্রকোপটিকে শুনানিতে অবশ্যই প্রমাণ করতে হবে (যদি না আসামী দোষী হিসেবে আত্মপক্ষ সমর্থন করে)। বিদ্বেষের প্রেরণাকে কোনও আসামীর বিরুদ্ধে দণ্ডবিধানের সময় বিবেচনা করা হয়, কিন্তু তাতে অপরাধের জন্য সর্বোচ্চ সীমার শাস্তির মেয়াদে পরিবর্তন ঘটে না। দণ্ডাদেশে দেখানো হয় যে অপরাধটি একটি বিদ্বেষমূলক অপরাধ ছিল।

74. সুনির্দিষ্ট অপরাধের মডেলের মতো, স্কটিশ হাইব্রিড মডেলটিও কেবলমাত্র সুনির্দিষ্টভাবে উল্লিখিত সুরক্ষিত বৈশিষ্ট্যের উপরই প্রযোজ্য।

75. সুনির্দিষ্ট অপরাধের মতোই স্কটিশ হাইব্রিড মডেলটিরও অনুরূপ সুবিধা এবং অসুবিধার দিক রয়েছে। প্রধান পার্থক্যগুলি হল:

- বিদ্বেষমূলক অপরাধের জন্য সর্বোচ্চ শাস্তির মেয়াদ বাড়িয়ে দেয় না (সুতরাং সুনির্দিষ্ট অপরাধগুলির দ্বারা আরও ভালোভাবে বোঝানো সম্ভব হতে পারে যে বিদ্বেষমূলক অপরাধ গুরুতর বিষয়);
- বেশি সংখ্যায় বিদ্বেষমূলক অপরাধ এর অধীনে আসে, যেহেতু এটি যেকোনও অপরাধের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য;
- সহজতর, কারণ এটি বহু সংখ্যায় পৃথক বিদ্বেষমূলক অপরাধ আইন তৈরি করে না।

76. স্কটিশ হাইব্রিড মডেলের একটি সম্ভাব্য সমালোচনা হল যে, শুনানিতে অভিযোক্তাদের বিদ্বেষের প্রেরণা প্রমাণ করতে বাধ্য করা যথাযথ নাও হতে পারে, যেহেতু বিদ্বেষের প্রকোপতাড়িত একটি অপরাধের সর্বোচ্চ শাস্তির মেয়াদ প্রকোপমুক্ত একটি অপরাধের সমতুল।

প্রশ্ন ৮। একটি পৃথক আইনি মডেল, যেমন সুনির্দিষ্ট বিদ্বেষমূলক অপরাধ আইন অথবা স্কটিশ হাইব্রিড মডেলের সূচনা কি Aotearoa (আওতিয়ারোয়া) নিউজিল্যান্ডে করা উচিত? কেন অথবা কেন নয়?

কঠোরতর দণ্ডাদেশ মডেলটি রাখা কি উচিত হবে যদি একটি নতুন আইনি মডেল গ্রহণ করা হয়?

77. সুনির্দিষ্ট অপরাধ এবং স্কটিশ হাইব্রিড মডেল উভয়ই কঠোরতর দণ্ডাদেশ মডেলটির সাথে ব্যবহার করা যেতে পারে। যদি একটি নতুন আইনি মডেল গৃহীত হয়, ইতিমধ্যেই বিদ্যমান কঠোরতর দণ্ডাদেশ মডেলটিকেও রেখে দেয়া উচিত কিনা সেটি জানতে আমরা আগ্রহী।

78. কঠোরতর দণ্ডাদেশ মডেলটির সাথে নতুন একটি আইনি মডেল ব্যবহার করার সুবিধাগুলি হল:

- এতদ্‌সত্ত্বেও সুনির্দিষ্ট অপরাধের সুবিধাগুলি অথবা স্কটিশ হাইব্রিড মডেল প্রয়োগ করা যাবে; এবং
- কঠোরতর দণ্ডাদেশ মডেলটির অধীনে বিদ্বেষমূলক অপরাধগুলি আসবে যা নতুন মডেলের অধীনে আসবে না।

79. কঠোরতর দণ্ডাদেশ মডেলটির সাথে নতুন একটি মডেল ব্যবহারের মূল অসুবিধা হল যে এতে আইন আরও জটিল হবে। কঠোরতর দণ্ডাদেশ কখন প্রযোজ্য হবে সে সম্বন্ধে নিয়ম থাকতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ, যদি অভিযোক্তাপক্ষ একজন আসামীকে একটি সুনির্দিষ্ট বিদ্বেষমূলক ফৌজদারি অপরাধে অভিযুক্ত করতে পারে কিন্তু না করার সিদ্ধান্ত নেয়ম তখনও কি এটি প্রযোজ্য হবে?

প্রশ্ন ৯। যদি সুনির্দিষ্ট বিদ্বেষমূলক অপরাধ আইন অথবা স্কটিশ হাইব্রিড মডেলটিকে পরিচয় করানো হয়, তাহলে কি কঠোরতর দণ্ডাদেশ মডেলটিকেও রেখে দেয়া উচিত?